এক নজরে বাংলাদেশের অভ্যুদয়
১৯৪৭-১৯৭১

<u>সংকলক সম্পাদক</u>

জাবেদ হোছাইন
প্রভাষক, বাংলা

মো. নিজাম উদ্দিন
জু.প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান

রবিউল আউয়াল
সহকারি শিক্ষক, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

<u>পরিকল্পনা ও নির্দেশনায়</u>

মু. নুরুল আমিন
অধ্যক্ষ, প্রিন্সিপাল কাজী ফারুকী স্কুল এন্ড কলেজ

১৯৪৭

■ লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে দ্বি-জাতি তত্ত্বের[১] নিরিখে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। বর্তমান স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ (তৎকালীন পূর্ববাংলা) মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে পাকিস্তানের একটি প্রদেশ হিসেবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অংশ হয়।

■ অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

■ অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক।

■ জমিদারি প্রথা বিলোপ করেন শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক।

■ সদ্য স্বাধীন পাকিস্তানের গণপরিষদে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার প্রথম প্রস্তাব পেশ করেন কুমিল্লার গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

■ ১৯৪৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর 'তমদ্দুন মজলিস' নামে সাংস্কৃতিক সংগঠনের জন্ম হয়।

■ প্রথম দিকে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে এ সংগঠন বেশ সোচ্চার ছিল। তারা প্রথম ভাষা আন্দোলনের উপর 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' নামে পুস্তিকা প্রকাশ করে। যার লেখক যৌথভাবে অধ্যাপক আবুল কাশেম, কাজী মোতাহার হোসেন এবং আবুল মনসুর আহমদ।

১৯৪৮

■ ১৯৪৮ সালের জানুয়ারিতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার উদ্দেশ্যে ঢাকায় "রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ" গঠিত হয়।

■ ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ কামরুদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে "সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ" গঠিত হয়। রাষ্ট্রভাষার ক্ষেত্রে সরকারের ষড়যন্ত্র রোধ করতে এ সংগঠন ১১ মার্চ থেকে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। কর্মসূচিতে পুলিশের আঘাতে অনেকেই আহত হন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ অনেকেই কারারুদ্ধ হন। দিনটিকে স্মরণ করে ১৯৪৮-১৯৫২ সাল পর্যন্ত "১১ মার্চ" ভাষা দিবস হিসেবে পালিত হত।

■ ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক জনসভায় ঘোষণা দেন, "উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা," ২৪ মার্চ কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে একই কথার পুনরাবৃত্তি করলে উপস্থিত ছাত্ররা 'না - না' বলে তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

■ ১৯৪৮ সালে নিখিল পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে ইসলামী আদর্শের খাতিরে বাংলা ভাষার বর্ণ 'আরবি হরফ' বা প্রকারান্তরে 'উর্দু হরফে' লেখার প্রস্তাব করা হয়।

১৯৪৯

■ পূর্ব বাংলার সর্বস্তরের মানুষের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২৩ জুন ১৯৪৯ পূর্ব বাংলা/ পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে আওয়ামী মুসলিম লীগের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি	: মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাষানী
প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক	: শামসুল হক
প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	: শেখ মুজিবুর রহমান

■ ১৯৫৫ সালে সকল ধর্মের মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে আওয়ামী মুসলিম লীগের নতুন নামকরণ হয় "আওয়ামী লীগ"।

১৯৫০

■ ১৯৫০ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঘোষণা করেন, "উর্দুই পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হবে।"

১৯৫২

■ ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারী পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঢাকায় এক জনসভায় ঘোষণা করেন, "উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।"

■ নাজিমুদ্দিনের ঘোষণার প্রেক্ষাপটে ঐদিনই (২৬ জানুয়ারী ১৯৫২) আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে "সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি"[২] গঠন করা হয়।

১. ১৯৪০ সালে বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব পেশ করেন। দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রবক্তা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ (১৯৩৯)।

২. সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির উল্লেখযোগ্য সভ্যগণ হলেন- আবুল হাশিম, আতাউর রহমান খান, শামসুল হক, লক্ষ্মীপুরের কৃতি সন্তান মোহাম্মদ তোয়াহা, যুবনেতা অলি আহাদ, আবদুল মতিন ও খালেক নেওয়াজ খান।

■ কমিটি ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি (০৮ ফাল্গুন) রোজ বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রভাষা দিবস পালনের ঘোষণা দেয়। এবং সারা দেশে হরতাল কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। ২১ ফেব্রুয়ারির পূর্ব পর্যন্ত নানান কর্মসূচিতে সারাদেশে আন্দোলনের তীব্রতা ছড়িয়ে পড়ে।[৩] পরিস্থিতি প্রতিকূল ভেবে ভীত নুরুল আমিন সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি বিকেল থেকে ঢাকা শহরে এক মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে সকল ধরনের মিছিল মিটিং শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

■ সরকারের ১৪৪ ধারা জারির প্রতিক্রিয়ায় ছাত্র সমাজ এবং রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি ১৪৪ ধারার ভাঙ্গার সর্বাত্মক প্রস্তুতি নেয়।

■ ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ ভাষা সংগ্রামী গাজীউল হকের নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন কলাভবন প্রাঙ্গণে আমতলায় বিরাট ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ছাত্ররা ১০ জনের অসংখ্য দলে ভাগ হয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রত্যয় গ্রহণ করে এগিয়ে যায়। উদ্দেশ্য প্রাদেশিক পরিষদ ভবনে (বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হল মিলনায়তন) বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি পেশ করা।

■ শান্তিপূর্ণ মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়ে মেডিকেল কলেজের সামনে আসলে প্রথমেই অনেককে গ্রেফতার, লাঠিচার্জ, টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে শোভাযাত্রা পণ্ড করতে গেলে ছাত্র জনতার সাথে তুমুল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। পুলিশের গুলিতে প্রথম দফা শহীদ হন রফিক উদ্দিন ও জব্বার দ্বিতীয় দফা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবুল বরকত শহীদ হন।

■ ২১ ফেব্রুয়ারির শহীদদের জানাযা ঘিরে ২২ ফেব্রুয়ারি বিরাট শোক শোভাযাত্রা আন্দোলনে রূপ নেয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকার আবারো আগ্রাসি আচরণ করে। গুলিতে এদিন নিহত হন- শফিউর রহমান ও রিকশাচালক আউয়াল। উল্লেখ্য আন্দোলনের যাবতীয় নির্দেশনা আসতে থাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হল এবং মেডিকেল কলেজে স্থাপিত কন্ট্রোল রুম থেকে।

■ আবুল বরকত যেখানে গুলিবিদ্ধ হন, সেখানে ২৩ ফেব্রুয়ারি মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা পুরান ঢাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী "পিয়ারুর" সহযোগিতায় রাতারাতি শহীদ মিনার তৈরি করেন।[৪] এটিই বাংলাদেশের প্রথম শহীদ মিনার। ২৪ ফেব্রুয়ারি এর উদ্বোধন করেন শহীদ শফিউরের বাবা। ২৬ ফেব্রুয়ারি পুলিশ শহীদ মিনারটি ভেঙ্গে দেয়।

■ উল্লেখ্য আন্দোলনের গতি স্থিমিত করতে সরকার নিরাপত্তা আইনে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাষানী, আবুল হাশিম, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক অজিত কুমার গুহ, অধ্যাপক মুজফ্ফর আহমেদ চৌধুরী, অধ্যাপক পুলিন দে, গোবিন্দ লাল ব্যানার্জি, খয়রাত হোসেন, মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, হাবিবুর রহমান প্রমুখকে গ্রেফতার করে।

■ উল্লেখ্য ১৯৫১ সালে পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬.৪ শতাংশ মানুষের ভাষা ছিল বাংলা অপর দিকে মাত্র ৬% উর্দুভাষী লোক ছিল পাকিস্তানে।

■ ভাষা আন্দোলনের অর্জন-

১. বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে সুদৃঢ় অবস্থান সৃষ্টি।
২. স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনে অনুপ্রেরণা দান।
৩. পূর্ব বাংলার স্বতন্ত্র রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ।
৪. বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক আন্দোলনের মুখ্য উদ্দীপকের ভূমিকা পালন।
৫. ১৯৫৫ সালের ৩ ডিসেম্বর বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন 'বর্ধমান হাউজে' এর কার্যালয় স্থাপন করা হয়। বাংলা একাডেমির প্রথম মহাপরিচালক ড. মাযহারুল ইসলাম।
৬. ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানের ২১৪ ন. অনুচ্ছেদে বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

৩. ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে "রাষ্ট্রভাষা বাংলা" এবং রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে জেল খানায় আমরণ অনশন শুরু করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগ নেতা মহিউদ্দিন আহমেদ।
৪. বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজের পুরাতন ছাত্র ব্যারাকে।
৫. এসময় জেলে থেকেই মুনীর চৌধুরী ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক নাটক "কবর" রচনা করেন।

- ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিশেষ সংস্থা ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ২০০০ সালে পৃথিবীতে প্রথমবারের মতো ১৮৮ টি দেশে ২১ ফেব্রুয়ারি পালিত হয়।
- আফ্রিকা মহাদেশের দেশ "সিয়েরালিওন" বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের কার্যক্রমে সন্তুষ্ট হয়ে বাংলাকে তাদের দ্বিতীয় রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দেয়।
- ভাষা শহীদদের সম্মানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শহীদ মিনার স্থাপিত হয়।
- দেশের বাইরে "জাপানে" প্রথম শহীদ মিনার স্থাপিত হয়।

♦ ভাষা আন্দোলনভিত্তিক রচনা:

- ভাষা আন্দোলনের উপর প্রথম কবিতা রচনা করেন চট্টগ্রামের মাহবুবুল আলম চৌধুরী। ভাষা আন্দোলনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তিনি এ কবিতা লেখেন।
- ঢাকায় পুলিশের গুলিতে আহত নিহতদের খবর পাওয়ার পর সন্ধ্যা ৭টায় রোগ শয্যায় এ বিদগ্ধ কবি "কাঁদতে আসিনি, ফাসির দাবি নিয়ে এসেছি" শিরোনামে কবিতা রচনা করে তখন ব্যাপক সাড়া ফেলে দেন।
- একুশের বহুল জনপ্রিয় গান "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি" এর রচয়িতা আবদুল গাফফার চৌধুরী। সুরকার আলতাফ মাহমুদ। প্রথম সুরকার আবদুল লতিফ।
- একুশের প্রথম গ্রন্থ সংকলন 'একুশে ফেব্রুয়ারি'র সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমান। ১৯৫৩ সালে প্রকাশের তিন সপ্তাহের মধ্যেই সংকলনটি সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।
- 'আরেক ফাল্গুন' একুশের উপর রচিত জহির রায়হানের উপন্যাস "একুশের গল্প" তাঁর রচিত ছোটগল্প।
- একুশের ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক সবচেয়ে তথ্য নির্ভর এবং গ্রহণযোগ্য রচনা বদরুদ্দীন উমরের "পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি"।
- "জীবন থেকে নেয়া", "Let There be Light" জহির রায়হান পরিচালিত ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক
১৯৫৩ চলচ্চিত্র।
- আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকটি বিরোধী দল ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর 'যুক্তফ্রন্ট' নামে রাজনৈতিক ঐক্যজোট গঠন করে।

  দলগুলো হল-

  মাওলানা ভাষানীর নেতৃত্বে : আওয়ামী মুসলিম লীগ।

  এ.কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে : কৃষক শ্রমিক পার্টি।

  মাওলানা আতাহার আলীর নেতৃত্বাধীন: নেজাম-ই-ইসলামী।

  হাজী দানেশের নেতৃত্বাধীন : বামপন্থী গণতন্ত্রী দল।
- নির্বাচন উপলক্ষ্যে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা দাবির প্রথম দফা ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে।

১৯৫৪
- নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিল নৌকা।
- ১৯৫৪ সালে এই প্রাদেশিক নির্বাচনে পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলিম লীগকে পরাজিত করে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করে।
- যুক্তফ্রন্ট সরকার মাত্র ৫৬ দিন স্থায়ী ছিল।

১৯৫৬
- প্রায় নয় বছর সময় ব্যয় করে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান সরকার প্রথমবারের মতো পাকিস্তানের সংবিধান রচনা করে। সংবিধানে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হয়।

১৯৫৭

■ ১৯৫৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইলের সন্তোষে কাগমারী এলাকায় মাওলানা ভাষানীর আহ্বানে আওয়ামী লীগের সার্বিক সহযোগিতায় ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনেই মাওলানা ভাষানী ঘোষণা করেন: "পূর্ব পাকিস্তানে শোষণ অব্যাহত থাকলে পাকিস্তানকে আস্‌সালামুআলাইকুম বলতে বাধ্য হব।"

১৯৫৮

■ ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা সামরিক শাসন জারি করেন। পরবর্তীকালে ইস্কান্দার মির্জাকে হটিয়ে আইয়ুব খান ক্ষমতা গ্রহণ করেন। ক্ষমতায় এসে আইয়ুব খান ১৯৫৮-১৯৬২ পর্যন্ত সকল ধরনের রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ৪

১৯৬৫

■ আন্দোলনের মুখে ১৯৬৫ সালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান নির্বাচন দিতে বাধ্য হন। এ নির্বাচনে আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্রের (Basic Democracy, BD) ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

■ ১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর কাশ্মীর ইস্যুতে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৭ দিন স্থায়ী এ যুদ্ধে বাঙালি সৈন্যরা অসম সাহসিকতার পরিচয় দেয়। পরবর্তীতে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপে যুদ্ধ থামে। এ যুদ্ধের প্রেক্ষিতেই ঐতিহাসিক তাসখন্দ চুক্তি সাক্ষরিত হয়।

১৯৬৬

■ ১৯৬৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরের বিরোধী দলের সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক 'ছয় দফা' দাবি পেশ করেন। যা বাঙালির মুক্তির সনদ বা বাঙালির ম্যাগনাকার্টা নামে পরিচিত।

- **দফাগুলো হলো:-**

১. যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সংসদীয় পদ্ধতির সরকার গঠন করতে হবে।

২. কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কেবল পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব থাকবে। অন্যান্য সকল বিষয়ে প্রাদেশিক সরকারের পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে।

৩. দুই প্রদেশের জন্য দুটি পৃথক কিন্তু সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করতে হবে।

৪. সকল প্রকার কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকবে।

৫. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক হিসেব থাকতে হবে। এর মালিক হবে প্রদেশ। এর একটা অংশ প্রদেশ কেন্দ্রীয় সরকারকে দেবে।

৬. পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার জন্য প্যারামিলিটারি বাহিনী গঠন করতে হবে।

১৯৬৮

■ ১৯৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে পাকিস্তান সরকার। বঙ্গবন্ধুসহ মোট পঁয়ত্রিশজনকে এ মামলার আসামি করা হয়।

১৯৬৯

■ ১৯৬৯ সালের জানুয়ারিতে মাওলানা ভাষানীর যোগ্য নেতৃত্ব এবং "ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের" সার্বিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামিদের মুক্তি এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে পুরো বাংলাদেশ আন্দোলনে অগ্নিগর্ভা হয়ে উঠে। ছাত্ররা এ আন্দোলনে আইয়ুব খানের প্রতি ১১ দফা দাবী পেশ করেন। আন্দোলনের এক পর্যায়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক, বুয়েটের ছাত্র আসাদ, নবকুমার ইন্সটিটিউটের ছাত্র মতিউরের মৃত্যু আন্দোলনকে অনেক বেশি নিরাপোস এবং অংশগ্রহণমূলক করে তোলে। মাওলানা ভাষানীর নেতৃত্বে এ বলিষ্ঠ আন্দোলনের মুখে বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত সরকার ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য রাজবন্দীকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

■ ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ রেসকোর্স ময়দানে ছাত্রজনতার দেয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ছাত্র নেতা তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন।

■ গণ আন্দোলনের মুখে আইয়ুব খান ২৫ মার্চ ক্ষমতা ছাড়েন এবং সামরিক বাহিনী প্রধান ইয়াহইয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।

১৯৭০

- ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর বাংলাদেশের উপকূলে বিশেষ করে সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল চট্টগ্রাম, বরিশাল এবং খুলনা বিভাগের উপকূলীয় এলাকায় ভয়াল জলোচ্ছ্বাসে প্রায় ১০-১২ লক্ষ মানুষের প্রাণহানী ঘটে। কিন্তু পাকিস্তান সরকার- এ ঘটনায় যথেষ্ট ত্রাণকার্য পরিচালনা করেনি। ফলে মানুষের ক্ষোভ আরো বেশি পুঞ্জিভূত হতে থাকে। উপর্যুপরি রাজনৈতিক আন্দোলনের মুখে ইয়াহইয়া খান ১৯৭০ সালের ৭ ও ১২ ডিসেম্বর পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। পূর্ব পাকিস্তানের নির্যাতিত, নিপীড়িত, অবহেলিত জনগোষ্ঠী পশ্চিম পাকিস্তানি শোষক গোষ্ঠীকে জবাব দেয়ার মোক্ষম সুযোগ হিসেবে এ নির্বাচনকে বেছে নেয়। নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পূর্ব-পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ১৬৯ আসনের ১৬৭টিতেই জয়লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। অপর দিকে পশ্চিম পাকিস্তানে জুল্‌ফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন 'পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টি' ৮৮ আসনে জয়ী হয় কিন্তু ইয়াহ্ইয়া খান ভুট্টোর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার অশুভ পায়তারা করতে থাকেন। তিনি জাতীয় পরিষদের পূর্ব নির্ধারিত অধিবেশন স্থগিত করেন। [৫]

১৯৭১

- ১৯৭১ সালের ০২ মার্চ পশ্চিম পাকিস্তানকে অবজ্ঞা করে বিপ্লবী ছাত্র জনতার উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পাতাকা[৬] উত্তোলন করেন ডাকসু'র তৎকালীন ভিপি আ.স.ম আবদুর রব।
- ০৩ মার্চ ১৯৭১: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারাদেশে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। অসহযোগ আন্দোলনের[৭] চূড়ান্ত পর্যায়ে ৭ মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) ঐতিহাসিক ভাষণ[৮] দান করেন। এ ভাষণেই বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন- "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"
- ১৫ মার্চ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত ইয়াহ্ইয়া বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার নামে প্রহসন করেন। আর গোপনে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অস্ত্র ও সৈন্য সমাবেশ করতে থাকে বাঙালিদের দমন করতে।
- ২৫ মার্চ রাতে ইয়াহ্ইয়ার নির্দেশে পাকিস্তান আর্মি "অপারেশন সার্চলাইট" নামে বাংলার নিরস্ত্র ঘুমন্ত মানুষের উপর নির্মম হত্যাকান্ড চালায়। রাজারবাগ পুলিশ লাইন,[৯] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল (বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) তাদের প্রথম আক্রমণের নিশানা হয়। এ রাতেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। আওয়ামী লীগসহ স্বাধীনতার পক্ষের অন্যান্য সংগঠনের নেতৃবর্গ আত্মগোপনে চলে যান।
- ২৫ মার্চ রাতেই বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র সারাদেশে পৌঁছে যায়। চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ নেতারা কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র দখল করেন। সেখান থেকেই আওয়ামী লীগ নেতা এম.এ.হান্নান ২৬ মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করে শোনান। ২৭ মার্চ সকালে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের অনুরোধে মেজর জিয়াউর রহমান[১০] একই বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে (On Behalf of Our Great Leader......) স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।

৬. বাংলাদেশের প্রথম পতাকার (লাল বৃত্তের মাঝে বাংলাদেশের মানচিত্র সংবলিত পতাকা) ডিজাইনার শিবনারায়ণ দাশ। বর্তমান পতাকার ডিজাইনার কামরুল হাসান। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য প্রস্থের অনুপাত ১০:০৬।

৭. অসহযোগ আন্দোলনের সময় আওয়ামী লীগের যাবতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেন আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ। ২৫ মার্চ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সকল কর্মসূচি প্রেসরিলিজ তাজউদ্দীন আহমদের নামে চলতো। তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের বুদ্ধিবৃত্তিক সমন্বয়ক কিন্তু প্রচার বিমুখ।

৮. এই ঐতিহাসিক কাব্যিক ভাষণের জন্যই ১৯৭১ এর এপ্রিলে বিখ্যাত ইংরেজি সাময়িকী 'নিউজ উইক' বঙ্গবন্ধুকে রাজনীতির কবি (Poet of Politics) আখ্যায়িত করে। সম্প্রতি ৩০ অক্টোবর ২০১৭ ইউনেস্কো ৭ মার্চের ভাষণকে "বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য/বিশ্ব তথ্য ঐতিহ্য" (World Doccumentary Heritage) হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এভাষণেই বঙ্গবন্ধু পরোক্ষভাবে সুকৌশলে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

৯. রাজারবাগ পুলিশ লাইনের বাঙালি পুলিশ সদস্যরাই পাকিস্তানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ তৈরি করেন। এতে অনেক বাঙালি পুলিশ সদস্য হতাহত হন।

১০. তিনি তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে চাকুরীরত ছিলেন। রাজনীতি সচেতন সামরিক অফিসার, আওয়ামী নেতৃবৃন্দের অনুরোধে বেঙ্গল রেজিমেন্টের অন্যান্য অফিসারদের সাথে তিনি মুক্তিযুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তিনি বীর উত্তম খেতাব পান।

■ শত্রু কবলিত বাংলাদেশ থেকে ভারতে আশ্রিত আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমদের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ১০ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। এ সরকার মুজিব নগর সরকার নামে অভিহিত। ১০ এপ্রিল থেকেই 'আকাশ বাণী' থেকে বাংলাদেশ সরকার গঠনের ঘোষণা এবং আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র[১১] জারি করা হয়। ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়া (বর্তমান মেহেরপুর) জেলার বৈদ্যনাথ তলার আম্রকাননে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করে তাজউদ্দিন আহমদের অনুরোধে বৈদ্যনাথ তলার নাম পরিবর্তন করে মুজিব নগর রাখা হয়। প্রবাসী সরকারের শপথবাক্য পাঠ করান এম.এ. মান্নান। মুজিবনগরে স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপত্র পাঠ করেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী। এ ঘোষণাপত্র কার্যকর হয় ২৬ মার্চ ১৯৭১ থেকে। উল্লেখ্য ০৪ এপ্রিল ১৯৭১ সিলেটের তেলিয়া পাড়ার চা বাগানে যুদ্ধরত সামরিক কর্মকর্তাদের এক সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে জেনারেল আতাউল গণি ওসমানীকে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়।

এক নজরে প্রথম বাংলাদেশ সরকার (মুজিব নগর সরকার)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	: রাষ্ট্রপতি
সৈয়দ নজরুল ইসলাম	: উপরাষ্ট্রপতি (বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি)
তাজউদ্দিন আহমদ	: প্রধানমন্ত্রী
এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান	: স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসনমন্ত্রী
এম. মনসুর আলী	: অর্থমন্ত্রী
খন্দকার মোশতাক আহমদ[১২]	: পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী

■ তাজউদ্দিন আহমদের সক্রিয় বুদ্ধিদীপ্ত প্রশাসনিক কাঠামো, মুজিব নগর সরকারের অন্যান্য সদস্যের আন্তরিকতা, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ দেশপ্রেম সর্বোপরি আমাদের আশ্রয় দানকারী রাষ্ট্র ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর আন্তরিক এবং নিরলস ভূমিকায় বাংলাদেশের[১৩] স্বাধীনতার পথ ত্বরান্বিত হয়।

■ বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্প্রচার এবং মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহ দানের জন্য ২৫ মে কলকাতার বালিগঞ্জে "স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রটি" দ্বিতীয় পর্যায়ে সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু করে। উল্লেখ্য যে, প্রথমে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র "স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র" নামে চালু হয় কিন্তু পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ৩০ মার্চ বোমা ফেলে বেতার কেন্দ্রটি ধ্বংস করে দেয়।স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের যে দুটি অনুষ্ঠান বেশ জনপ্রিয় ছিল সেগুলো হলো- 'চরমপত্র' ও 'জল্লাদের দরবার'। ঢাকাই ভাষায় 'চরমপত্রের' লেখক ও উপস্থাপক ছিলেন এম.আর. আখতার মুকুল।

■ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তার জন্য সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। মাওলানা ভাষানী ছিলেন এর সভাপতি। কমরেড মণিসিংহ, মনোরঞ্জনধর প্রমুখ সদস্য ছিলেন।

■ বিদেশে বাংলাদেশের ভ্রাম্যমান রাষ্ট্রদূত ছিলেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। এ সহৃদয় দেশপ্রেমিক ব্যক্তি সারা ইউরোপ এবং আমেরিকা সফর করে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে ব্যাপক জনমত গড়ে তুলতে সক্ষম হন। তাঁর প্রচেষ্টাতে ১৯৭১ সালেই যুদ্ধ চলাকালে লন্ডনে বাংলাদেশের দূতাবাস স্থাপতি হয়। তাকে সর্বাত্মকভাবে সহায়তা করেন প্রবাসী বাঙালি ও অনেক বিদেশি নাগরিক। বিশেষত, অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান, নুরুল ইসলাম, আবুল মাল আবদুল মুহিত এবং বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত বিশ্ব বিখ্যাত স্থপতি এফ.আর.খান (ফজলুর রহমান খান: তখনকার পৃথিবীর সর্বোচ্চ ভবন আমেরিকার চিয়ার্স টাওয়ারের স্থপতি)। এসময় তিনি প্রবাসী সরকারকে বিপুল পরিমাণ অর্থ সহায়তা দেন। সেপ্টেম্বর ১৯৭১ জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের সময় বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।

১১. বাংলাদেশ সরকার গঠন ও স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপত্র তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম এবং অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান।

১২. মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে গোপনে আমেরিকার যোগসাজসে মোস্তাক পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধবিরতিতে যেতে চায়; তাজউদ্দিন আহমেদের দূরদর্শিতার কারণে তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। এ কারণে শেষ পর্যন্ত তাকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়।

১৩. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অনিবার্যতা প্রমাণ করতে এবং এই যুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বশক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপসহ পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ দেশ ঘুরে রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে সাক্ষাত করেন। এর আগে পাকিস্তানের বন্ধুরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য হস্তক্ষেপ ঠেকাতে রাশিয়ার সাথে সামরিক মৈত্রি চুক্তি করেন।

■ যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার জন্য সমগ্র দেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক সেক্টরেই একজন কমান্ডার নিযুক্ত হন। এছাড়াও ৩ জন মুক্তিযোদ্ধা সামরিক কর্মকর্তার অধীনে বিশেষ তিনটি ফোর্স গঠন করা হয়। ফোর্সগুলো হলো

ফোর্স	অধিনায়ক
জেড ফোর্স	জিয়াউর রহমান
এস ফোর্স	কে.এম. শফিউল্লাহ
কে ফোর্স	খালেদ মোশাররফ

■ নোয়াখালি, লক্ষীপুর, চট্টগ্রাম, ঢাকা ২নং সেক্টরের অধীন ছিল। মুজিব নগর ০৮নং সেক্টরের অধীন ছিল। ১০ নং সেক্টর ছিল নৌ-বাহিনীর জন্য।

■ মুক্তিযুদ্ধকে ফলপ্রসূ করতে ২১ নভেম্বর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী এবং ভারতের মিত্র বাহিনীর সমন্বয়ে যৌথ বাহিনী গঠিত হয়।

■ ০৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে পাকিস্তান বিমান বাহিনী ভারতের কয়েকটি বিমান ঘাটিতে হামলা করে। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় রাতেই সংসদের জরুরী অধিবেশন ডেকে ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ডিসেম্বরের শেষদিকে পরাজয় নিশ্চিত জেনে পাকিস্তান বাহিনী বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করার লক্ষ্যে তাদের এদেশীয় দোসরদের[১৪] সহায়তায় ১৪ ডিসেম্বর দেশের বুদ্ধিজীবীদের বাসা থেকে ডেকে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডা. ফজলে রাব্বি, ডা. আলীম চৌধুরী, দার্শনিক গোবিন্দ্র চন্দ্র দেব, সুরকার আলতাফ মাহমুদ, রাজনীতিবিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সাহিত্যিক শহীদুল্লাহ কায়সার, সাহিত্যিক মুনীর চৌধুরী, সাহিত্যিক আনোয়ার পাশা, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, সাংবাদিক সেলিনা পারভীন।

■ যৌথ বাহিনীর তুমুল প্রতিরোধের মুখে মাত্র ২৬ দিনের যুদ্ধে পাকিস্তানি বর্বর বাহিনী পরাজিত হয়ে পড়ে।

■ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ বিকেলে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় সেনা কমান্ডার লে.জে. আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজী তিরানব্বই হাজার (৯৩০০০) সৈন্যসহ রেসকোর্স ময়দানে যৌথ বাহিনীর প্রধান লে.জে. জগজিৎ সিং আরোরার নিকট আত্মসমর্পন করেন। আত্মসমর্পন অনুষ্ঠানে[১৫] বাংলাদেশ সরকারের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে. খন্দকার উপস্থিত ছিলেন।

■ মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের জন্য সম্মানসূচক খেতাব

- **বীরশ্রেষ্ঠ ৭ জন:**
  ১. ল্যান্স নায়েক মুন্সী আবদুর রউফ।
  ২. সিপাহি মোস্তফা কামাল।
  ৩. ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান।
  ৪. ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ।
  ৫. সিপাহি হামিদুর রহমান।
  ৬. স্কোয়াড্রন ইঞ্জিনিয়ার রুহুল আমিন।
  ৭. ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর।
- **বীর উত্তম : ৬৯ জন।**
- **বীর বিক্রম : ১৭৭ জন।**
- **বীর প্রতীক : ৪২৭ জন।**
- **বীর প্রতীক খেতাব প্রাপ্ত নারী ৩ জন। তারা হলেন- তারামন বিবি, ক্যাপ্টেন সেতারা বেগম ও কাঁকন বিবি।**

১৪. উল্লেখ্য পাকিস্তানি হানাদারদের সহায়ক এ দেশের ২২ হাজার সশস্ত্র রাজাকার এবং আল বদর ও আল শামস তাদের সকল কর্মের সহায়ক হয়।

১৫. জেনারেল ওসমানী এসময় রণাঙ্গন পরিদর্শনে কলকাতার বাইরে ছিলেন। তাই উপ-সেনা প্রধান হিসেবে তিনি উপস্থিত ছিলেন।

- স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির পিতার আগমন ১০ জানুয়ারি ১৯৭২। পাকিস্তানের মিনাওয়াল ওয়ালাবাগ কারাগার থেকে ০৮ জানুয়ারি মুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু প্রথমে লন্ডন যান। সেখান থেকে দিল্লীতে ইন্দিরা গান্ধীর দেয়া সংবর্ধনা সভায় অংশগ্রহণ করে ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।
- বাংলাদেশের প্রাথমিক অর্জন : স্বাধীন দেশ হিসেবে প্রথম স্বীকৃতি দেয় ভারত ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১।
  : দ্বিতীয় দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় ভুটান ৭ ডিসেম্বর ১৯৭১।
  : স্বীকৃতি দানকারী প্রথম ইউরোপীয় দেশ পোল্যান্ড ও বুলগেরিয়া।
  : স্বীকৃতি দানকারী প্রথম আফ্রিকান দেশ সেনেগাল।
  : স্বীকৃতি দানকারী প্রথম আরব দেশ ইরাক।
  : স্বীকৃতি দানকারী প্রথম অনারব মুসলিম দেশ মালয়েশিয়া।
  : সোভিয়েত ইউনিয়ন স্বীকৃতি দেয় ২৪ জানুয়ারি ১৯৭২।
  : যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি দেয় ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২।
  : পাকিস্তান স্বীকৃতি দেয় ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪।
  : চীন স্বীকৃতি দেয় ৩১ আগস্ট ১৯৭৫।
  : সৌদি আরব স্বীকৃতি দেয় ১৬ আগস্ট ১৯৭৫।
- বিভিন্ন সংস্থার সদস্যপদ : জাতিসংঘের ১৩৬ তম সদস্য বাংলাদেশ। ৩৯ তম অধিবেশন ১৯৭৪ সালে। এ অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু প্রথম বাংলায় ভাষণ দেন।

মুক্তিযুদ্ধে সংস্কৃতি অঙ্গন

- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কলাকুশীলব শিল্পীগণ বিভিন্ন জায়গায় গান গেয়ে মুক্তিযুদ্ধের অর্থায়নে সহায়তা করেন।
- স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল ভারতের বিভিন্ন জায়গায় প্রদর্শনী ম্যাচ খেলে মুক্তিযুদ্ধের অর্থ সংগ্রহে ভূমিকা রাখে।
- প্রখ্যাত মার্কিন কবি ‘এলেন গিনেস্‌বার্গ’ যুদ্ধ কবলিত বাংলাদেশ নিয়ে ‘সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড’ নামে বহুল প্রশংসিত কবিতা রচনা করেন।
- বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্য করতে এবং বাংলাদেশে সংঘটিত বর্বরতা বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে পৃথিবীর তখনকার সবচেয়ে জনপ্রিয় গানের দল “দি বিটল্‌স” ব্যান্ডের জর্জ হ্যারিসন এবং ভারতীয় সেতারবাদক পন্ডিত রবিশংকরের যৌথ প্রচেষ্টায় নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ারে ঐতিহাসিক কনসার্টের আয়োজন হয়। ১ আগস্ট ১৯৭১ অনুষ্ঠিত এ সংগীতানুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন বিশ্বব্যাপি সমাদৃত শিল্পীদের অনেকেই, বব ডিলান, জর্জ হ্যারিসন, এরিক ক্লিপটন, লিয়ন রাসেল, বিলি প্রিস্টন, ওস্তাদ আয়াত আলী খাঁ তাদের অন্যতম।
- **মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র/ তথ্যচিত্র ও পরিচালক:**

Stop Genocide	: জহির রায়হান (মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রামাণ্যচিত্র)
মুক্তির গান	: তারেক মাসুদ ও ক্যাথেরিন মাসুদ নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র
মাটির ময়না	: তারেক মাসুদ ও ক্যাথেরিন মাসুদ
ওরা এগারজন	: চাষী নজরুল ইসলাম
আবার তোরা মানুষ হ	: খান আতাউর রহমান
জয়যাত্রা	: তৌকির আহমেদ
আগুনের পরশমণি	: হুমায়ুন আহমেদ
শ্যামল ছায়া	: হুমায়ুন আহমেদ
আমার বন্ধু রাশেদ	: মোরশেদুল ইসলাম

গেরিলা : নাসির উদ্দীন ইউসুফ

বাঘা বাঙালি : আনন্দ

এখনো অনেক রাত : খান আতাউর রহমান

ধীরে বহে মেঘনা : আলমগীর কবির

নদীর নাম মধুমতি : তানভীর মোকাম্মেল ৯

অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী : সুভাষ দত্ত

এ স্টেট ইজ বর্ন : জহির রায়হান

■ **এছাড়াও ১৯৪৭-৭১ কালপর্বের ইতিহাস আশ্রয়ী বিখ্যাত রচনা-**

আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর : আবুল মনসুর আহমদ

অসমাপ্ত আত্মজীবনী : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৭-৭৫ : অলি আহাদ

স্বায়ত্ত শাসন থেকে স্বাধীনতা : ড. কামাল হোসেন

কাল নিরবধি : আনিসুজ্জামান

মধ্যরাতের অশ্বারোহী : ফয়েজ আহমেদ

তাজউদ্দীন আহমদ নেতা ও পিতা : শারমিন আহমদ

তাজউদ্দীন আহমদ বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং তারপর : কামাল হোসেন

■ **মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিখ্যাত সৃষ্টি/নির্মাণ-**

<u>নাটক</u> **<u>রচয়িতা</u>**

পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় : সৈয়দ শামসুল হক

<u>উপন্যাস</u>

রাইফেল রোটি আওরাত : আনোয়ার পাশা

নীল দংশন : সৈয়দ শামসুল হক

নিষিদ্ধ লোবান : সৈয়দ শামসুল হক

জাহান্নম হইতে বিদায় : শওকত ওসমান

দুই সৈনিক, নেকড়ে অরণ্য : শওকত ওসমান

জলাঙ্গী : শওকত ওসমান

যাত্রা : শওকত আলী

আগুনের পরশমণি, শ্যামল ছায়া : হুমায়ুন আহমেদ

উপমহাদেশ : আল মাহমুদ

এ গোল্ডেন এজ : তাহমিমা আনাম

“মা” : আনিসুল হক

প্রবন্ধ/স্মৃতি কথা/গবেষণা গ্রন্থ

A Search for Identity : মেজর আবদুল জলিল

The Liberation of Bangladesh : সুখওয়ান্ত সিং

আমি বীরাঙ্গনা বলছি : নীলিমা ইব্রাহীম

আমি বিজয় দেখেছি : এম আর আখতার মুকুল

একাত্তরের দিনগুলি : জাহানারা ইমাম

একাত্তরের ডায়েরি : সুফিয়া কামাল

চরমপত্র : এম.আর আখতার মুকুল
মুজিব নগর সরকার : এইচ.টি. ইমাম
২৬৫ দিনে স্বাধীনতা : নূরুল কাদির
মুক্তি সংগ্রাম : আবুল কাশেম ফজলুল হক।
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিল পত্র : হাসান হাফিজুর রহমান (সংকলক, সম্পাদক)
মূলধারা- ৭১ : মঈদুল হাসান
উপধারা একাত্তর : মঈদুল হাসান
‘১৯৭১’ ভিতরে বাইরে : এ.কে. খন্দকার

লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে : মেজর রফিকুল ইসলাম (বীর বিক্রম)
গেরিলা থেকে সম্মুখ যুদ্ধ : মাহবুব আলম
বাংলাদেশের অভ্যুদয়ঃ
একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য : রেহমান সোবহান
মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপরঃ কথোপকথন : মঈদুল হাসান, এস.আর. মির্জা, এ.কে খন্দকার
দ্য ক্রুয়েল বার্থ অব বাংলাদেশঃ মেমোয়ার্স
অব এন আমেরিকান ডিপ্লোম্যাট : আর্চার কে. ব্লাড
দ্য রেইপ অব বাংলাদেশ : এন্থনি মাসকারেনহাস
উইটনেস টু সারেন্ডার : সিদ্দিক সালিক
সারেন্ডার এট ঢাকা : জে.এফ.আর জ্যাকব
তাজউদ্দীন আহমদঃ আলোকের অনন্তধারা : সিমিন হোসেন রিমি (সম্পাদিত)
বাংলাদেশ স্বায়ত্ব শাসন থেকে স্বাধীনতা : মওদুদ আহমদ
জাতীয়তাবাদ সাম্প্রদায়িকতা
ও জনগণের মুক্তি : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
লেখকের রোজনামচা : আবদুল হক
আওয়ামী লীগ ১৯৪৯-১৯৭১ : শ্যামলী ঘোষ
মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাষানী : সৈয়দ আবুল মকসুদ
ওঙ্কার (৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান ভিত্তিক উপন্যাস) : আহমদ্ ছফা
চিলেকোঠার সেপাই : আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
জনকের মুখ : আখতার হুসেন (সম্পাদিত)
মুজিব ভাই : এ.বি.এম মূসা
কারাগারের রোজনামচা : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
শেখ মুজিব আমার পিতা : শেখ হাসিনা

■ **গ্রন্থঋণ:**

মঈদুল হাসান : মূলধারা-৭১
মঈদুল হাসান : উপধারা একাত্তর
রফিকুল ইসলাম : একুশে ফেব্রুয়ারি
অলি আহাদ : জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৭-৭৫
সিমিন হোসেন রিমি : তাজউদ্দিন আহমদ: আলোকের অনন্তধারা (সম্পাদিত)
আবু সাঈদ চৌধুরী : প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি